দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 MAR 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

13

পরিসংখ্যান সংগ্রহ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের সদ্য সমাপ্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বিষয়ক পরিসংখ্যানের যথার্থতা সম্পর্কে নাকি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খবর, বিভিন্ন খাত, জনসংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট একমত নয়। পরিসংখ্যান সম্পর্কে মতভেদ ঘটে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিশ্চয়ই তার ফয়সালা করবেন।

পরিসংখ্যানের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। কারণ সঠিক পরিসংখ্যানের ওপরই নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিছু বোধগম্য কারণেই আমাদের পরিসংখ্যান সংগ্রহের পদ্ধতি আশানুরূপ উন্নতমানের নয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নানা রকম অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের যেকোন পরিকল্পনা অথবা প্রকল্পের এটাই সব চেয়ে বড় অসুবিধা। পাঁচ বছরের জন্যেই হোক, আর তিন বছরের জন্যেই হোক যথাযথ পরিসংখ্যান না থাকলে হিসাব হবে কোন ভিত্তিতে? পরিসংখ্যান ভুল হলে হিসাবেও গড়মিল হবার কথা। অনেক সময় হয়ও তাই। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যেভাবে হবে বলে আশা করা হয়, সাধারণত তা হয় না।

সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের পথে আমাদের দেশে নানা অসুবিধা আছে। এখানে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষাবঞ্চিত, সত্য গোপনের প্রবণতাও আছে: লজ্জা, অহংকার অথবা নানা রকম সেন্টিমেন্ট সত্যগোপনে প্ররোচনা দেয়। তার ওপর আলস্যও আছে। পর্যাপ্ত তথ্যের জন্য যে ধরনের জরীপ প্রয়োজন সে রকম জরীপ হয় না সব সময়। দায়সারা গোছের কাজও হয়। পরিসংখ্যানের অংকগুলি অনেক সময় আমাদের স্বপ্নের অংক যে নয়—একথাও কি জোর দিয়ে বলা যাবে?

তবে সঠিক পরিসংখ্যান যে আমাদের প্রয়োজন এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক উন্নত পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশেও নতুন পদ্ধতি চালুর চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা করলে আমাদের দেশের পরিস্থিতিগত যে অসুবিধা রয়েছে তা অবশ্যই কাটানো সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।